কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 01 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শাবিতে কর্মবিরতি, র‍্যালি, প্রতিবাদ সমাবেশ

উপাচার্যের পদত্যাগ তদন্ত ও বিচার দাবি

হামলায় জড়িত অভিযোগে ছাত্রলীগের তিন নেতাকে সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত

সিলেট অফিস ▷

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি, র‍্যালি ও সমাবেশ করেছেন শিক্ষকরা। সমাবেশে বক্তারা শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনার জন্য উপাচার্যকে দায়ী করে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন এবং সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও মানববন্ধন, মিছিল ও সমাবেশ করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকরা তিন দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কর্মবিরতি, র‍্যালি, কালো ব্যাজ ধারণ, সমাবেশ ও প্রতীকী অনশন।

এদিকে রবিবারের ঘটনা তদন্তে উপাচার্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক সাবিনা ইসলামকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন প্রক্টর অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী এবং সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমিনা পারভিন। তবে কমিটি কত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, রবিবার সংঘটিত ঘটনাবলির তদন্তে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, উপাচার্য বলেছেন, তিনি নিজেও লাঞ্ছিত হয়েছেন। একইভাবে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলার অভিযোগসহ উভয় ঘটনাই তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা এ কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শিক্ষক নেতা ফারুক উদ্দিন শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনার জন্য উপাচার্যকে দায়ী করে তাঁর (উপাচার্যের) কর্মকাণ্ড তদন্তে কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে গতকাল তদন্ত কমিটি গঠনের পর উপাচার্য আমিনুল হক ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ৪

আমি থাকব না চলে যাব, তবে... ▶ পৃষ্ঠা ৮

উপাচার্যের পদত্যাগ, তদন্ত ও বিচার দাবি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

না মেনেই আন্দোলন করছেন। সকাল ৭টার সময় অবস্থানের কী প্রয়োজন ছিল প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, সচেতন ছাত্ররা মনে করেছিল একাডেমিক কাউন্সিল করা উচিত। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা তাঁকেও ধাক্কা দেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গতকাল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তবে সব বিভাগের পরীক্ষা কর্মবিরতির আওতামুক্ত ছিল। সকাল ১০টায় কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু করেন শিক্ষকরা। শোভাযাত্রাটি প্রশাসনিক ভবন-২ (উপাচার্য ভবন)-এর সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানেই সমাবেশ হয়।

সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ইয়াসমিন হক, অধ্যাপক সামসুল আলম, মাহাবুব রহমান, অধ্যাপক তুলসী কুমার দাস, অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম দিপু, এমদাদুল হক, মোস্তফা কামাল মাসুদ, আল আমিন রাব্বী, সৌরভ রায় প্রমুখ।

সমাবেশে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতা অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচাইতে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাল ছাত্রলীগ, যার নেতৃত্বে ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়া।'

অধ্যাপক ইয়াসমিন হক বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ বছর শিক্ষাদানের প্রতিদান এভাবে পাব, সেটা কখনো ভাবিনি।' শিক্ষকদের ওপর হামলা হলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'যে ভিসি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কথা পাল্টান তিনি কিভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতে পারেন? যে শিক্ষকরা তিলে তিলে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলেছেন, তাঁদের গায়ে হাত তোলার কী বিচার হতে পারে, আমার জানা নেই। আমি কারো কাছে বিচার চাই না। কোনো বিচারের দাবিও করব না।'

শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দুপুর সাড়ে ১২টায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধন শেষে শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা হামলায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি ও বিচারের দাবি জানায়।

নতুন কর্মসূচি : শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষকরা নতুন করে তিন দিনের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার ক্যাম্পাসে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অর্ধদিবস করে কর্মবিরতি, মৌন মিছিল, কালো ব্যাজ ধারণ ও সমাবেশ। বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি ও সমাবেশের পাশাপাশি শিক্ষকরা প্রতীকী অনশন পালন করবেন।

ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটি নিয়ে প্রশ্ন : শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। এ কমিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিজেরা হামলার সঙ্গে জড়িত নয় দাবি করে হামলাকারীদের খুঁজতে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন শাবি ছাত্রলীগের সভাপতি। তবে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অভিযোগ, হামলাকারীদের দিয়েই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ছাত্রলীগ। সরাসরি হামলায় অংশ নেওয়া ছাত্রলীগ নেতাদের অনেকে কমিটিতে রয়েছেন বলে দাবি শিক্ষকদের।

ছাত্রলীগ গঠিত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক [illegible] সাংগঠনিকভাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, গত রবিবার উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে গেলে ছাত্রলীগ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ১০ শিক্ষক আহত হন।

ক্ষোভ-নিন্দা প্রকাশ, বিচার দাবি : শাবিতে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন বিকল্প ধারা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। সোমবার গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এ দাবি জানিয়ে বলেন, 'শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছাত্রদের কর্তৃক শিক্ষকদের দৈহিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, এই সংবাদের নিন্দা জানানোর ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমি বলি, ড. জাফর ইকবাল নন, গলায় দড়ি দেবেন সেই সব রাজনৈতিক নেতারা, যাঁরা নিজের শিক্ষক এবং মাতৃসম মহিলা শিক্ষকদের দৈহিকভাবে আক্রমণ করার জন্য নিজ দলের ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়েছেন।'

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। তিনি বলেছেন, 'যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই।' গতকাল দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু একাডেমি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এদিকে আগের দিনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ [illegible]

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

[illegible] ছাত্রলীগের [illegible] ছাত্রলীগ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ১০ শিক্ষক আহত হন।